আজকের কাগজ

তারিখ 11 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

19

গণফোরামের সমাবেশ ও স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি

# সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্যে সরকার ও সকল দলকে জাতির কাছে অঙ্গীকার করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ গণফোরামের উদ্যোগে গতকাল ঢাকায় সন্ত্রাস বিরোধী মহাসমাবেশ হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এর সামনে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশ শেষে এক বিরাট মিছিল জাতীয় সংসদ অভিমুখে রওনা হলে বাংলামটর এলাকায় পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয় এবং সেখান থেকে দলীয় একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় সংসদে গিয়ে স্পীকারের মাধ্যমে সাংসদদের কাছে 'সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি' পেশ করেছে।

দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গণফোরামের এই বড় ধরনের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলীয় সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন। বক্তব্য রাখেন সাইফুদ্দিন মানিক, মে জে (অবঃ) খলিলুর রহমান, এম এ মুহিত, শামসুদ্দোহা, জহিরুল ইসলাম টুলু, আয়শা খানম প্রমুখ। সভার ঘোষণা পাঠ করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং সভা পরিচালনা করেন মোস্তফা মহসীন মন্টু।

ডঃ কামাল হোসেন তার ভাষণে গত তিন বছরে সন্ত্রাসে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আহত হবার তথ্য দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসের এই ব্যাধির হোতা আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামাত। ডাঃ মিলনের হত্যাকারী ও লালবাগে '৬ হত্যার আসামী' আজিজের উল্লেখ করে কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়কে দলে স্বৈরাচারের সন্ত্রাসী সহযোগীদের আশ্রয় দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

মে জে (অবঃ) খলিলুর রহমান বলেন, সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস অর্থনীতিতেও স্তবিরতা নিয়ে এসেছে। সাইফুদ্দিন মানিক রাজনৈতিক দলসমূহকে সন্ত্রাসীদের বর্জনের আহবান জানান। কে এম সোবহান বলেন, সন্ত্রাসীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। সন্ত্রাসই এখন শাসনতন্ত্রের অলিখিত মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে।

সমাবেশের ঘোষণায় ও স্পীকারের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে গণফোরাম ছয় দফা দাবি উথাপন করে বলেছে, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলকে জাতির নিকট সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করতে হবে। সমাবেশ শেষে সন্ত্রাস বিরোধী স্লোগান উচ্চকিত এক বিরাট মিছিল বের হয়।